দৈনিক খবর

তারিখ: 14 NOV 19[illegible]
পৃষ্ঠা:

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বভার আবারও পাল্টানোহলো

।। কাজী জাহিদুল ইসলাম ।।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্বভার আবারও বদলানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ এক আদেশে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকার বিরাজমান শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে মহাপরিচালককে কেন্দ্রীয় সরকারী

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রাথমিক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান করে তাঁকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়াহয়েছে।

শিক্ষা সচিব স্বাক্ষরিত শ৭/ ১০ আর –৪/৮৮/৫১৬ (৫০০) শিক্ষা নম্বর স্মারকে এই নির্দেশ দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ৪ঠা মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষা সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয় এবং তার অধিনস্থ অধিদফতর/পরিদফতর/দফতর সংস্থাসমূহের প্রধানদের এক সভায় প্রাথমিক শিক্ষক নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ৪টি শিক্ষা বোর্ডের উপর নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এর আগে প্রতিটি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট উপজেলা চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে নির্বাচনী কমিটি শিক্ষক বাছাইয়েরদায়িত্বেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডকে প্রদান করায় বিভিন্ন মহল থেকে আপত্তি তোলা হয়। আপত্তিতে বলা হয় শিক্ষা বোর্ডসমূহ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দু'টি গ্রহণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। সে সময় শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষা দেবার পর মনোনয়ন দেবার দায়িত্ব ছিল শিক্ষা অধিদফতরের। কোন প্রার্থী আপত্তি দাখিল করলে শিক্ষা অধিদফতর বোর্ডের প্রতি কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না। ফলে প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ ব্যাপারে দৈনিক খবরে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়, প্রতি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষক সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা প্রার্থীদের এবং শতকরা ৪০ ভাগ পুরুষ প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করা হবে। উপযুক্ত প্রার্থী না পাওয়া গেলে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পদ পুরুষ প্রার্থী দ্বারা অথবা পুরুষের জন্য নির্ধারিত পদ মহিলা প্রার্থীর দ্বারা পূরণ করা যাবে না।

মন্ত্রণালয়ের এক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছর শতকরা ৩ ভাগ পদ শূণ্য হয়। সে হিসেবে এবারে সারাদেশে আনুমানিক ৭ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।